বিষয়বস্তুঃ গীবত

রজব মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৪ রজব ১৪৪৪ হিজরী, ২৭ জানুয়ারি ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৮৩

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আজ রজব মাসের ৪ তারিখ, প্রথম জুমআ। আজ আমরা গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

কুরআন করীমে সূরা নিসা'র ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وخُلِقَ اِلْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا "আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল।" বোঝা গেল, আমরা মানবজাতি হলাম দুর্বল। তাই প্রত্যেক মানুষের দ্বারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভুল-

ত্রুটি ও গোনাহ্ হয়ে যাওটাই স্বাভাবিক। সুনানে তিরমিযীর ২৪৯৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আনাস (রযি) বলেছেনঃ প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মানুষ মাত্রই গোনাহগার। এই গোনাহগার মানুষদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা বেশি বেশি তাওবা করে।

উলামায়ে কিরামগণ লিখেছেন, গোনাহ্ দু'প্রকারঃ (১) বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ্, (২) অন্তরের গোনাহ্। অন্তরের গোনাহ্ বলতে, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ্ বলতে, যেমন হাত-পায়ের গোনাহ্, চোখের গোনাহ্, কানের গোনাহ্, জবানের গোনাহ্। আজ আমরা এসব বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনা'র মধ্য থেকে জবানের একটি মারাত্মক গোনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করছি। সেটা হল, 'গীবত' বা পরনিন্দা।

মনে রাখবেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত প্রকার গোনাহ্ আছে, তার মধ্য থেকে জবানের গোনাহ্ হল, সবচেয়ে মারাত্মক গোনাহ্। আরবীতে একটি প্রবাদ আছেঃ

جِرَاْحَاتُ الْسِّنَانِ لَهَا الْتِيَامٌ ، وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ الْلِّسَانُ

“তীরের আঘাত মিটে যায়, কিন্তু জবানের আঘাত মিটে না।” এজন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার জবান হিফাযত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে নিজের জিহ্বা ও লজ্জা স্থানের জামানত দিবে, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি। এটা সহীহ বুখারীর ৬৪৭৪ নম্বর হাদীস।

সুনানে তিরমিযীর ২৬১৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল ! أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ الْنَّارِ “আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। উত্তরে নবীজি তাঁকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বলেছিলেন। অতঃপর সবশেষে নবীজি বলেছিলেনঃ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ ؟ “ হে মুআয ! আমি কি তোমাকে এসব কিছুর মূল আমল সম্পর্কে বলব না ? হযরত মুআয (রযি) বলেছিলেনঃ

অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর নবী ! তখন নবীজি নিজের জিহ্বাটি ধরে বলেছিলেনঃ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا "তুমি এই জিহ্বাটাকে সংযত রাখ।" একথা শুনে হযরত মুআয (রযি) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা জবান দিয়ে যা বলে থাকি, সে সম্পর্কেও কি পাকড়াও হবে ? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ হে মুয়ায ! (অধিকাংশ) মানুষকে শুধুমাত্র তাদের জবানের কারণেই মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ঈমানদার ভাই সকল ! মানুষের শরীরে যত অঙ্গ আছে, তার মধ্যে জবান আর দিল হল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এদু'টি যদি ভাল থাকে, তাহলে সব ভাল থাকবে। আর এদু'টি অঙ্গ যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে সব খারাপ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনাঃ

হযরত দাউদ আলাইহি সালামের যমানায় লুকমান হাকীম নামে একজন মহাপণ্ডিত মানুষ ছিলেন। যার নামে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মধ্যে একটি সূরা নাযিল করেছেন। 'সূরা লুকমান'। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনদের

মতানুযায়ী তিনি কোন নবী ছিলেন না। তবে আল্লাহর একজন নেক বান্দা ও বড় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

তাফসীরে তবারীতে সূরা লুকমানের ১২ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, লুকমান আলাইহিস সালাম সূদানী বংশের একজন গোলাম ছিলেন। যদিও তিনি গোলাম ছিলেন তবুও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অজস্র হিকমত দান করেছিলেন। তাই তাঁকে লুকমান হাকীম বলে সকলেই চিনত। যাইহোক, অল্প দিনের মধ্যে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

একদিন তাঁর মালিক তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বলেছিলেনঃ তুমি আমার জন্য একটি ছাগল জবাই কর। আর সেই ছাগলের মধ্য থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টি অঙ্গ বের করে নিয়ে এসো। হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম মালিকের কথা শুনে বকরী জবাই করে তার মধ্য থেকে দু'টি বিশেষ অঙ্গ (জিহ্বা ও দিল) এনে হাযির করলেন। তারপর কিছুদিন পর মালিক তাঁকে আবার একটি বকরী

ছাগল জবাই করতে বললেন। এবার মালিক বললেনঃ এই বকরীর মধ্য থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অঙ্গ দু'টি বের করে আনো। এবারও লুকমান আলাইহিস সালাম বকরী জবাই করে তার মধ্য থেকে সেই দু'টি অঙ্গ (জিহ্বা ও দিল) এনে হাযির করলেন।

মালিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে প্রথমবার বকরীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টি অঙ্গ আনতে বলেছিলাম। তখন তুমি জিহ্বা ও দিল নিয়ে এসেছিলে। তারপর দ্বিতীয়বার যখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি অঙ্গ আনতে বললাম, তখনও তুমি সেই জিহ্বা ও দিল নিয়ে আসলে। এর পিছনে রহস্য কী ?

উত্তরে লুকমান আলাইহিস সালাম বলেছিলেনঃ যদি মানুষের দেহের জিহ্বা ও দিল ভাল হয়, তাহলে তার চেয়ে ভাল মানুষ আর কেউ হতে পারে না। আর যদি এদু'টি অঙ্গ খারাপ হয়, তাহলে তার চেয়ে খারাপ মানুষ আর কেউ হতে পারে না।

সুধীবৃন্দ ! আজ আমরা জিহ্বার মারাত্মক গোনাহ গীবত

সম্পর্কে আলোচনা করছি। গীবত সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে, গীবত কাকে বলে ?

সহীহ মুসলিমের ২৫৮৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ "তোমরা জান কি, গীবত কাকে বলে ? সাহাবারা বললেনঃ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ "আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।" তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ "তোমার ভায়ের পিছনে তার এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যেটা সে অপছন্দ করে।" নবীজিকে প্রশ্ন করা হল, যদি সেই দোষ তার মধ্যে থাকে, তাহলে সেটাও কি গীবত হবে ? নবীজি এর উত্তরে বললেনঃ যদি সেই দোষ তার মধ্যে থাকে, আর তুমি সেটা তার পিছনে বর্ণনা কর, তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই দোষ তার মধ্যে না থাকে, আর তুমি সেটা বর্ণনা কর, তাহলে তুমি তার উপর 'তুহ্মত' লাগালে। 'তুহ্মত' মানে হল, অপবাদ লাগানো। আর এই 'তুহ্মত'

হল, গীবতের চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক গোনাহ্।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এবার আসুন, আমরা গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করি। মনে রাখবেন, কোন মুসলমান ভায়ের গীবত করা মানে হল, মৃত ভায়ের মাংস খাওয়া। কুরআন করীমের সূরা হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

“তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমারা কেউ কি নিজের মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ কর ? নিশ্চয় তোমরা এটা ঘৃণা করে থাক। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।”

এখানে লক্ষ্য করুন, কুরআন করীমের এ আয়াতের মধ্যে গীবতকে কতটা জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি গীবত করল, সে যেন আপন মৃত ভায়ের মাংস খেল। এর চেয়ে মন্দ উদাহরণ

আর কী হতে পারে ? তাই আসুন ! আজ থেকে আমরা গীবত করা ১০০ শতাংশ বর্জন করি।

একটি ঘটনাঃ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির (রযি) বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা (সাহাবারা) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসেছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বাতাস প্রবাহিত হল। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ ؟ "তোমরা জান কি, এটা কিসের দুর্গন্ধ ? তারপর নবীজি বললেনঃ এটা ওই সমস্ত মানুষের দুর্গন্ধ, যারা ঈমানদার ব্যক্তিদের গীবত করেছে।" এ ঘটনাটি মুসনাদে আহমাদের ১৪৭৮৪ নম্বর হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

এ ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহর নবী ও সাহাবীদের জমানায় গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব হত। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান জমানায় গীবতের দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন যে, যেহেতু নবীজির জমানায় গীবত কম হত, সেজন্য ভাল

বাতাসের পরিবেশে হঠাৎ দুর্গন্ধ বাতাস বের হলে সেটা অতি সহজে অনুভব হত। আর এখন যেহেতু গীবত বেশি পরিমাণে হচ্ছে, তাই এখন গোটা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দুর্গন্ধ মিশে একাকার হয়ে গেছে। আমরা দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলে জীবন যাপন করছি । তাই আমরা কোন দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারি না।

একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। মেথর যখন বাথরুমের পায়খানা সাফ করে, দেখা যায়, তখন সে সেই অবস্থায় সেখানেই বসে খাওয়া-দাওয়া ও নাস্তা করে। তার কোন দুর্গন্ধ মালুমই হয় না। কেননা, সেখানে দুর্গন্ধটা সমস্ত বাতাসে মিশে একাকার হয়ে গেছে আর মেথরও দুর্গন্ধ পরিবেশের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে। তাই তার কোন দুর্গন্ধ অনুভব হয় না। অনুরূপভাবে, বর্তমান গীবত এত পরিমাণে বেড়ে গেছে যে, গোটা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দুর্গন্ধ মিশে একাকার হয়ে গেছে। আমরা দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই আমরা কোন দুর্গন্ধ অনুভব করি না।

বিশ্ববরেণ্য ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর জীবনীতে লেখা আছে, তিনি বলেছিলেনঃ আমি আশা রাখি, আল্লাহ তায়ালা হাশর মাঠে আমাকে গীবত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন না। কেননা, আমি যেদিন থেকে শুনেছিলাম, গীবত করা হারাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভুল করেও কারো গীবত করিনি। সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও আমল করার তাওফীক দান করুন।

মুসল্লী ভায়েরা ! এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার। গীবত করলে বান্দার হক নষ্ট হয়। কেননা, যার গীবত করা হয়েছে, তার মান-সম্মান এবং ইজ্জত-আব্রু ধুলোয় মিশে যায়। আর একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের ইজ্জত ও আব্রু নষ্ট করা হারাম। সহীহ বুখারীর ৬০৪৩ নম্বর হাদীসে ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে মিনা'র ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائُكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তোমাদের

একে অপরের রক্ত, অর্থ-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা হারাম করে দিয়েছেন।”

আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। জীবিত মানুষের গীবত করার চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবত করা আরও বেশি মারাত্মক গোনাহ। কেননা, জীবিত ব্যক্তির গীবত করলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু মৃত ব্যক্তির গীবত করলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না।

এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিদের গীবত করতে নিষেধ করেছেন। সুনানে আবূ দাঊদের ৪৮৯৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ لَا تَقَعُوْا فِيْهِ

“যখন তোমাদের কোন সাথী মারা যাবে, তখন তোমরা তার মন্দ আলোচনা বন্ধ কর, তোমরা তার সমালোচনা কর না।”

সুধীবৃন্দ ! সহীহ মুসলিমের ২৫৮১ নম্বর হাদীসে আবূ

হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ "তোমরা জান কি, নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ কে ? সাহাবারা বললেনঃ আমারা ওই ব্যক্তিকে নিঃস্ব বলে মনে করি, যার কাছে অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। তখন রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বললেনঃ না। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব বলে বিবেচিত হবে ওই ব্যক্তি, যে হাশর মাঠে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির সাওয়াব নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু বিচারের পর সে হবে নিঃস্ব ও বড় অসহায়।

সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল। কারো গীবত করেছিল। কারো উপর অপবাদ লাগিয়েছিল। কোন মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। কাউকে খুন করেছিল অথবা মেরেছিল। হাশর মাঠে তার সমস্ত নেকী কেটে নিয়ে এদেরকে দেওয়া হবে। সব নেকী শেষ হয়ে গেলে, এদের সকলের গোনাহগুলো ওই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে।

শেষমেশ, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” চিন্তা করুন, এ মানুষটি পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব নিয়ে উঠেছিল, বিচারের পর পাহাড় পরিমাণ গোনাহ নিয়ে জাহান্নামে গেল। তাহলে এর চেয়ে নিঃস্ব, অসহায় ও হতভাগা আর কে হতে পারে ! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হুকূকুল ইবাদ তথা আল্লাহর বান্দাদের হক নষ্ট করা থেকে হিফাযত করুন। বিশেষ করে গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنْ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল